GOVERNMENT OF WEST BENGAL
GOVERNMENT TRAINING COLLEGE, HOOGHLY
(Affiliated to BSAEU, Recognised by NCTE)
OFFICE OF THE PRINCIPAL
P.O. & Dist. Hooghly, Chawkbazar, Pin-712103
Telephone No.: 033-2680-9433, Website-www.gtchooghly.ac.in
Estd. 1955

ভূমিকা

"সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"

-এই মহৎ বাক্যকে পাথেয় করে ১২ই জানুয়ারী, ২০২৪ -এ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবসে, মানুষের স্বার্থে তাদের অত্যাবশ্যক চাহিদা ও দৈনন্দিন কষ্টকর জীবনযাত্রার মানকে পর্যালোচনা করতে এবং তার উন্নতিকরনের লক্ষ্যে "রাষ্ট্রীয় প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, হুগলী" -এর 'NSS Unit' -এর পক্ষ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরমূলক অভীক্ষা বা সার্ভে করতে দীঘায় একটি NSS Camp আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়।

প্রথম দিন - ১১.০১.২০২৪

পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়নের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ১১ই জানুয়ারী দ্বি-প্রহরে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের মাননীয় অধ্যক্ষ ডঃ গৌতম পাত্র মহাশয় এবং মাননীয় অধ্যাপক ডঃ অরূপ কুণ্ডু মহাশয়ের নেতৃত্বে আমরা ১৮ জন শিক্ষার্থী শিক্ষক তথা NSS স্বেচ্ছাসেবক হাওড়া থেকে ২২৮৯৭ আপ 'কাণ্ডারী এক্সপ্রেস'-এ করে আমাদের গন্তব্য দীঘার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। দীঘাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'যুব কল্যান বিভাগ' এর অধীন 'দীঘা যুব আবাস'-এ যথাক্রমে ডরমিটরি এবং একটি পৃথক ঘর উল্লিখিত দিনের জন্য পূর্ব থেকেই সংরক্ষিত ছিল। সেখানে ঘরপ্রতি ছয়জনের রাত্রিবাসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাসহ মোট তিনটি ডরমিটরি ঘর এবং দুজনের রাত্রিবাসের ব্যবস্থাসহ একটি পৃথক ঘর ছিল। ঘরে পৌঁছে বিশ্রাম নিয়ে রাতের আহারগ্রহণের জন্য আমরা আমাদের আবাস কেন্দ্রের অনতিদুরেই একটি হোটেলে যাই। রাতের আহার গ্রহণের পরে স্বল্প সময়ে আমরা আশেপাশের কিছু জায়গা ঘুরে দেখতে চেষ্টা করি। এরপরে 'যুব আবাস কেন্দ্রে' ফিরে পরের দিনের কর্ম-পরিকল্পনা করি ও বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হই।

দ্বিতীয় দিন - ১২.০১.২০২৪

দ্বিতীয় দিন তথা আমাদের পরিকল্পনা রুপায়নের মূল দিনে আমরা ভোরে উঠে, সূর্যোদয়ের পূর্বেই যুব আবাস কেন্দ্র থেকে প্রাতঃভ্রমনের উদ্দেশ্যে রওনা হই। দীঘার মনমুগ্ধকর সমুদ্রসৈকত ও সূর্যোদয়ের

অপূর্ব শোভা উপভোগ করতে করতে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের নির্দেশে আমরা শরীরচর্চা ও যোগ-ব্যায়ামের জন্য সমুদ্রসৈকতে জড়ো হই। শরীরচর্চা ও প্রাতঃভ্রমণ পর্ব সেরে প্রাতঃরাশের জন্য আমরা নিকটবর্তী একটি হোটেলে যাই। খাদ্যগ্রহণ করে পুনরায় সকলে যুব আবাস কেন্দ্রে ফিরে আসি। এরপরে প্রাতঃকৃত্য সেরে সকলে মিলে জড়ো হই যুব আবাস কেন্দ্রের সামনে একটি নির্দিষ্ট জায়গায়। ১২ই জানুয়ারী "জাতীয় যুব দিবস"-এর গুরুত্ব এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা বিষয়ে কিছু কথা বলার পরে মাননীয় অধ্যক্ষ ডঃ গৌতম পাত্র মহাশয় এবং কলেজের NSS Programme Officer ডঃ অরূপ কুণ্ডু মহাশয় নির্দিষ্ট কর্ম পরিচালনার বিষয়ে নির্দেশদান করেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী আমরা একে একে স্থানীয় লোকজনের থেকে কিছু সাধারন প্রশ্নোত্তর পর্বের দ্বারা তাদের জ্ঞান, ভাবনা, সচেতনতার মাত্রা এবং সমস্যা লিপিবদ্ধ করে সেগুলি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করি। অভীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য স্বেচ্ছাসেবক অভীক্ষাকারীর নামসহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

১. অভীক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবকের নামঃ সাগ্নিক চক্রবর্ত্তী

NSS এর মূলমন্ত্রই হল, "Not me, But You" অর্থাৎ স্বার্থহীনভাবে সমাজের কল্যাণ তথা উন্নয়নকল্পে সকলের যোগদান। দীঘায় সংগঠিত NSS Camp এই লক্ষ্যপুরণের একটি ছোট্ট প্রচেষ্টা মাত্র। এই camp এর মূল উদ্দেশ্য সেখানকার মানুষের জীবন-জীবিকা ও তাদের স্বাস্থ্য-সচেতনতা সম্পর্কে একটি অভীক্ষা করা যার দ্বারা আমরা তাদের সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারি এবং সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে পারি। এই উদ্দেশ্যে আমি দুজন স্থানীয় লোকের সাথে কথা বলি এবং প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে অভীক্ষাটি সম্পূর্ণ করি।

তাদের দুজনের প্রথম জনের নাম রুণা দাস। তার বয়স ৩০ বছর। তিনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীঘা থানার, পদিমা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা এবং দীঘার যুব আবাস মার্কেটে ফুটপাথে তার একটি ছোট জুতোর দোকান আছে। তার পরিবারে ৭ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন পুরুষ এবং ৩ জন

মহিলা। কথা বলে জানা গেলো, তিনি যথেষ্ট স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সচেতন। তাদের পরিবারের সকলে করোনা এবং পোলিওর সব ভ্যাক্সিনই নিয়েছেন এবং স্থানীয় সরকারি স্বাস্থ্য সুরক্ষা কেন্দ্রে (দীঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল) যে কোনো রোগের চিকিৎসা করান। করোনা এবং বায়ুবাহিত অন্যান্য সংক্রামক রোগ থেকে বাঁচতে মাস্ক এবং মশাবাহিত সব রোগ থেকে বাঁচতে মশারি ব্যবহার করেন। প্লাস্টিক জমিয়ে না রেখে পুড়িয়ে দেন, যাতে প্লাস্টিক দূষণ না হয়। তিনি সরকারি প্রকল্প অপেক্ষা কর্মসংস্থানেই বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি চান তার পুত্র তথা সমস্ত বেকারের চাকুরী হোক।

আমার অভীক্ষার দ্বিতীয় জন হলেন বেনু গিরি নামের ৬৫ বছর বয়স্ক এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যিনি উড়িষ্যা থেকে সাইকেলে চেপে প্রতিদিন ডাব বিক্রয় করতে আসেন। তার বাস উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার চন্দনেশ্বরে। তিনি সেই অর্থে স্থানীয় বাসিন্দা নন, তবে তার কর্মক্ষেত্র এই দীঘার যুব আবাস মার্কেটই। ব্যবসায়ী মানুষ বলে, চাষবাসের ক্ষেত্রে তার সেভাবে আগ্রহ নেই। কীটনাশক কিংবা কেমিক্যাল ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলেও তিনি এটুকু জানান যে, তাদের স্থানীয় অঞ্চলে ধান চাষ হয়, এবং ধান মেশিনে কাটা হয়। তিনি স্বাস্থ্য সচেতনতার দিক থেকে পূর্ববর্তী অভীক্ষাদানকারীর মতোই একই মত পোষণ করেছেন। তিনিও রোগ থেকে বাঁচতে মাস্ক, মশারি ব্যবহার থেকে শুরু করে, টীকা ও ভ্যাকসিন গ্রহন, সবই করেছেন। প্লাস্টিক দূষণ রোধে তিনিও প্লাস্টিক জমা করে পুড়িয়ে দেন। তবে তিনি প্রকল্পের সুবিধাকে কর্মসংস্থানের ওপরে স্থান দিয়েছেন। স্বাক্ষরতার দিক থেকে, তারা দুজনেই নাম সই করতে পারেন।

২. অভীক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবকের নামঃ রজত হালদার

ইনি অশ্বিনী কুমার , বয়স ৫৩ বছর। ইনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীঘা থানার, রামনগর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অলংকারপুর গ্রামের বাসিন্দা। অশ্বিনী বাবু পেশায় একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (রাস্তার ধারে লটারীর দোকান)। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ০৭ (মহিলা-৩, পুরুষ-৪)। পারিবারিক শিক্ষার হার মোটামুটি (মাধ্যমিক পাশ-১ জন, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ-১ জন এবং ১ জন অষ্টম শ্রেণী পাঠরত)। ব্যাবসার পাশাপাশি চাষও করেন একটু-আধটু। ধান মেশিনে

কাটেন না, কাস্তে দিয়েই কাটেন, কারণ অবশিষ্ট খড় তারা গরুকে খাওয়াতে কিংবা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকেন বিভিন্ন সময় এবং সেইসাথে তারা জমিতে থাকা ধানের গোড়া কেটে ফেলে দেন, যাতে তা পচে সার এর কাজ করে। তবে ধানগাছের গোড়া পোড়ান না তারা, জমিতে ক্ষতি বা দুর্ঘটনার ভয়েতে। আর প্লাস্টিক যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করেন এবং ব্যবহৃত প্লাস্টিক পুড়িয়ে ফেলেন। ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে মশারী ব্যবহার করেন এবং এলাকা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করেন, এবং প্রয়োজনে মশা মারার জন্য বিভিন্ন রকম ধূপের ব্যবহার করেন ও জ্বর হলে ঔষধ সেবন করেন। সেইসাথে বাড়ির আশেপাশে কোথাও নোংরা জল জমতে দেন না। অশ্বিনী বাবু করোনা কালে যতটা সম্ভব বাড়ি থেকে কম বের হতেন, মাস্ক ব্যবহার করতেন এবং নিরাপদে থাকার জন্য বার বার হাত স্যানিটাইজ করতেন। করোনার ভ্যাকসিনও গ্রহণ করেছেন এবং তিনটি ডোজই নিয়েছেন। শরীর অসুস্থ হলে প্রাথমিক ভাবে সরকারি হাসপাতালে (দীঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল) যান, তবে প্রয়োজনে তথা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাইরের ডাক্তার বা লোকাল ডাক্তারের কাছে যান। সরকারি প্রকল্প ও কর্মসংস্থান এই দুটির মধ্যে তিনি কোনটা চান বললে তিনি জানান কর্মসংস্থান চান কারণ সরকারি প্রকল্প চিরস্থায়ী নয় আজ আছে কাল নেই সেই দিক থেকে কর্মসংস্থান টাই চান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বর্তমানে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের যে চরম অবহেলা, প্রবল বঞ্চনা ও দুর্নীতি নিয়ে আক্ষেপ করেন, সেইসাথে তার কথায় উঠে আসে নিজের তিন সন্তান, যারা এখন বিভিন্ন স্তরে পাঠরত তাদের ভবিষ্যত চিন্তার কথা।

৩. অভীক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবকের নামঃ কুমারেশ সরকার

ইনি মনোরঞ্জন প্রধান, বয়স 32 বছর। ইনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীঘা থানার, পদিমা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (মাংসের দোকান)। পরিবারের সদস্য সংখ্যা 3 জন (মহিলা-2, পুরুষ-1)। পারিবারিক শিক্ষার হার হিসেবে বলা যায় স্বাক্ষর করতে পারেন। ব্যাবসার পাশাপাশি চাষও করেন একটু আধটু। ধান মেশিনে কাটান না, কাস্তে দিয়েই কাটেন, কারণ যাতে খড়টা কাজে লাগানো যেতে পারে, এবং জমিতে থাকা ধানের গোড়া কেটে ফেলে দেন যাতে পচে সার এর কাজ করে। গোড়া পুড়ান না, জমিতে যাতে ক্ষতি না হয় সেই জন্য। আর প্লাস্টিক যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করেন এবং ব্যবহৃত প্লাস্টিক পুড়িয়ে ফেলেন। ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে মশারী ব্যবহার করেন, ফুল হাতা জামা প্যান্ট পরিধান করেন এবং এলাকা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করেন, এবং ঔষধ সেবন করেন, নোংরা জল জমতে দেন না। করোনা কালে যতটা সম্ভব বাড়ি থেকে কম বেরোতেন, মাস্ক ব্যবহার করতেন, নিরাপদ থাকার চেষ্টা করতেন এবং

বার-বার হাত ধুতেন। করোনার ভ্যাকসিনও গ্রহণ করেছেন, তবে একটি ডোজ নিয়েছেন। শরীর অসুস্থ হলে প্রাথমিক ভাবে সরকারি হাসপাতালে (হলদিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র) যান, প্রয়োজনে বাইরে যান। সরকারি প্রকল্প ও কর্মসংস্থান এই দুটির মধ্যে তিনি কোনটা চান বললে তিনি জানান কর্মসংস্থান চান কারণ সরকারি প্রকল্প চিরস্থায়ী নয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্মসংস্থানের অবস্থা সম্পর্কেও কিছু জানান।

৪. অভীক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবকের নামঃ তারাপদ টুডু

আমার সার্ভের উত্তরদাতা মহম্মদ আসলাম আনসারী (বয়স ৩৪ বছর) নামের এক ব্যক্তি যিনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীঘা থানার অন্তর্গত রামনগরের বাসিন্দা, কিন্তু বর্তমানে ব্যবসা সূত্রে নিউ দিঘাতে থাকেন। তার একটি মুদির দোকান আছে। তাকে কিছু প্রশ্ন করা হয় মশা বাহিত রোগ, ডেঙ্গু রোগ ও করোনা ভাইরাস এই সমস্ত কিছু থেকে বাঁচার জন্য তিনি কি কি পন্থা অবলম্বন করেন সে বিষয়ে। উনি এর উত্তরে হাসিমুখে জানান যে, তিনি ঘরবাড়ির আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন, বাড়ির আশেপাশে জল যাতে না জমে তার ব্যবস্থা করেন। করোনা ভাইরাসের জন্য লোকজনকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে বলেন, সব সময় দূরত্ব বজায় রাখতে বলেন এবং মাস্ক ব্যবহার করতে বলেন। প্লাস্টিক দূষণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে, তিনি বলেন প্লাস্টিক দূষণ থেকে বাঁচতে হলে প্লাস্টিক পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তিনি সাধারণ অনেক মানুষকেই বলেন যাতে প্লাস্টিকের ব্যবহার না করা হয়। আমরা দেখতে পাই যে অনেকেই ধানের গোড়া পুড়িয়ে দিয়ে মধ্যে থাকা জমির উর্বরা শক্তির উপযোগী ভালো ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে ফেলে। এই বিষয়ে উনার কাছে জানতে চাওয়া হলে জানান যে তিনি ধান চাষ করেন না, তাই এ বিষয়ে তার কিছু জানা নেই। মাছ চাষ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতেই উনি জানান মাছ চাষ করেন না। আমরা যখন উনাকে বলি আপনি কি সরকারি প্রকল্পগুলি নিতে পছন্দ করেন নাকি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি পছন্দ করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে উনি সরাসরি জানান যে আমরা কর্মসংস্থান চাই। সার্ভে শেষ হওয়ার পর ওনার সাথে ছবি তোলার অনুমতি চাওয়া হলে উনি তাতে রাজি হননি।

৫. অভীক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবকের নামঃ সৌরভ মণ্ডল

ইনি ঝন্টু জানা ,বয়স ৩৫ বছর। ইনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীঘা থানার, পদিমা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পদিমা গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৯ জন (মহিলা - ৫, পুরুষ -৪)। পারিবারিক শিক্ষার হার অনেকটাই কম। ব্যাবসার পাশাপাশি চাষও করেন একটু-আধটু এবং মাছ চাষের সাথেও যুক্ত। ধান মেশিনে কাটেন না, কাস্তে দিয়েই কাটেন, কারণ যাতে খড় কাজে

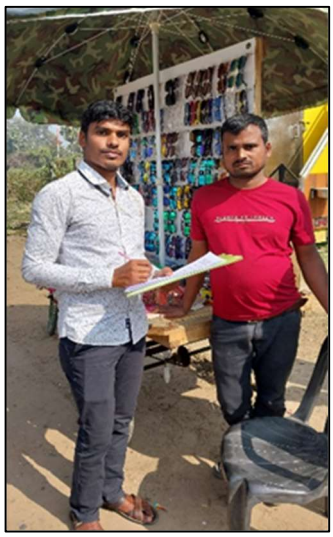

লাগানো যেতে পারে, এবং জমিতে থাকা ধানের গোড়া কেটে ফেলে দেন, যাতে পচে সার এর কাজ করে। গোড়া পুড়ান না, জমিতে যাতে ক্ষতি না হয় সেই জন্য। আর প্লাস্টিক যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করেন এবং ব্যবহার্য প্লাস্টিক পুড়িয়ে দেন। মাছের বৃদ্ধির জন্য পটাশ, চুন, সরিষার খোল ব্যবহার করেন। ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে মশারী ব্যবহার করেন এবং এলাকা পরিস্কার - পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করেন। করোনা কালে যতটা সম্ভব বাড়ি থেকে কম বের হতেন এবং মাস্ক ব্যবহার করতেন। করোনার ভ্যাকসিনও নিয়েছেন। শরীর অসুস্থ হলে প্রাথমিক ভাবে সরকারি হাসপাতালে (দীঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল) যান, তবে প্রয়োজনে বাইরে যান। প্রসঙ্গক্রমে উনি জানান কিছু দিন আগেই শরীর খারাপের জন্য বাইরের হাসপাতালে যেতে হয়েছিল, এখানে সমস্ত পরিষেবা পাওয়া যায় না। তিনি সরকারি প্রকল্প ও কর্মসংস্থান দুটিই চান, কারণ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তো সবাই পায় না।

ইনি অরবিন্দ ঘড়াই ,বয়স ৩৩ বছর। ইনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীঘা থানার, পদিমা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পদিমা গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (রাস্তার ধারে দোকান) এবং দীঘা যুব আবাসে কাজ করেন । পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৯ জন (মহিলা -৫, পুরুষ -৪)। পারিবারিক শিক্ষার হার মোটামুটি (মাধ্যমিক পাশ -১ জন, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ -১ জন) ব্যাবসার পাশাপাশি চাষও করেন একটু আধটু । ধান মেশিনে কাটান না, কাস্তে দিয়েই কাটেন, কারণ খড়টা কাজে লাগতে পারে, এবং জমিতে থাকা ধানের গোড়া কেটে ফেলে দেন, যাতে পচে সার এর কাজ করে, গোড়া পুড়ান না, জমিতে যাতে ক্ষতি না হয় সেই জন্য। আর প্লাস্টিক যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করেন এবং ব্যবহার্য প্লাস্টিক পুড়িয়ে ফেলেন। ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে মশারী ব্যবহার করেন এবং এলাকা পরিস্কার - পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করেন, এবং ঔষধ সেবন করেন, নোংরা জল জমতে দেন না। করোনা কালে যতটা সম্ভব বাড়ি থেকে কম বের হতেন, মাক্স ব্যবহার করতেন,নিরাপদ থাকার চেষ্টা করতেন এবং বার বার হাত ধুতেন। করোনার ভ্যাকসিন ও গ্রহণ করেছেন তবে একটি ডোজ নিয়েছেন। শরীর অসুস্থ হলে প্রাথমিক ভাবে সরকারি হাসপাতালে (দীঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল) যান, প্রয়োজনে বাইরে যান। সরকারি প্রকল্প ও কর্মসংস্থান এই দুটির মধ্যে তিনি কোনটা চান বললে তিনি জানান কর্মসংস্থান চান কারণ সরকারি প্রকল্প চিরস্থায়ী নয় আজ আছে কাল নেই সেই দিক থেকে কর্মসংস্থান টাই চান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্মসংস্থান এর অবস্থা সম্পর্কে জানান। তিনি আরো জানান দীর্ঘ

দিন দীঘা যুব আবাসে কর্মরত কিন্তু বেতন পান মাত্র ৩ হাজার টাকা। ২০০৮ সাল থেকে তিনি কাজ করছেন প্রথমে পেতেন ৭০০ টাকা বেড়ে এখন তা হয়েছে ৩ হাজার টাকা।

৬. অভীক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবকের নামঃ চন্দন ঘোরুই

ইনি গণেশ জানা, বয়স 27 বছর। ইনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীঘা থানার, পদিমা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পদিমা গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যার রাস্তার ধারে একটি দোকান আছে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন (মহিলা-২, পুরুষ-৩)। পারিবারিক শিক্ষার হার মোটামুটি (মাধ্যমিক পাশ-১ জন, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ -১ জন)। ব্যাবসার পাশাপাশি চাষও করেন একটু-আধটু। ধান মেশিনে কাটান না, কাস্তে দিয়েই কাটেন, কারণ খড়টা কাজে লাগা তে পারে, এবং জমিতে থাকা ধানের গোড়া কেটে ফেলে দেন, যাতে পচে সার এর কাজ করে। তিনি গোড়া পুড়ানোর পক্ষপাতি নন, জমিতে যাতে ক্ষতি না হয় সেই জন্য। আর প্লাস্টিক যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করেন এবং ব্যবহৃত প্লাস্টিক পুড়িয়ে ফেলেন। ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে মশারী ব্যবহার করেন, এলাকা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করেন এবং ঔষধ সেবন করেন, নোংরা জল জমতে দেন না। করোনা কালে যতটা সম্ভব বাড়ি থেকে কম বেরোতেন, মাস্ক ব্যবহার করতেন, নিরাপদ থাকার চেষ্টা করতেন এবং বার বার হাত ধুতেন। করোনার ভ্যাকসিনও গ্রহণ করেছেন তবে একটি ডোজ নিয়েছেন। শরীর অসুস্থ হলে প্রাথমিক ভাবে সরকারি হাসপাতালে (দীঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল) যান, প্রয়োজনে বাইরে যান। সরকারি প্রকল্প ও কর্মসংস্থান এই দুটির মধ্যে তিনি কোনটা চান বললে তিনি জানান কর্মসংস্থান চান কারণ সরকারি প্রকল্প চিরস্থায়ী নয়, আজ আছে কাল নেই। সেই দিক থেকে কর্মসংস্থান টাই চান।

৭. অভীক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবকের নামঃ নিধিরাম মাহাতো

ইনি বিদু ভূষণ পাণ্ডা, বয়স ৫৪ বছর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীঘা থানার, দক্ষিণ বাসুলী পাঠ গ্রাম পঞ্চায়েতের রামনগর গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় ড্রাইভার। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ২ জন (মহিলা-১, পুরুষ-১)। পারিবারিক শিক্ষার হার মোটামুটি। প্লাস্টিক খুবই কম ব্যবহার করেন এবং ব্যবহৃত প্লাস্টিক পুড়িয়ে ফেলেন। ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে মশারী ব্যবহার এবং এলাকা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা ও ঔষধ সেবন করেন, বাড়ির আশেপাশে নোংরা জল জমতে দেন না। করোনা কালে যতটা সম্ভব বাড়ি থেকে কম বেরোতেন, মাস্ক ব্যবহার ও

নিরাপদ থাকার চেষ্টা করতেন এবং বার বার হাত ধুতেন। করোনার ভ্যাকসিনও গ্রহণ করেছেন। শরীর অসুস্থ হলে প্রাথমিক ভাবে সরকারি হাসপাতালে (দীঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল) যান, প্রয়োজনে বাইরে যান। সরকারি প্রকল্প ও কর্মসংস্থান এই দু'য়ের মধ্যে তিনি কোনটা চান বললে তিনি জানান কর্মসংস্থান চান, কারণ সরকারি প্রকল্পগুলি চিরস্থায়ী নয়। তাই তিনি কর্মসংস্থানই চান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্মসংস্থান এর অবস্থা সম্পর্কেও জানান।

৮. অভীক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবকের নামঃ সুশান্ত পরামানিক

ইনি অসীমা দাস, বয়স ৬০ বছর এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগড়া থানার, নিশিজেনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পানিপাড়ু গ্রামের বাসিন্দা। তিনি পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, যার রাস্তার ধারে ফুটপাথে একটি ছোট জুতোর দোকান আছে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন (মহিলা-২, পুরুষ-২)। পারিবারে প্রত্যেকে নিরক্ষর। ব্যাবসার পাশাপাশি অন্যান্য কাজও করে একটু আধটু। তিনি ধান মেশিনে ও কাস্তে উভয় দিয়েই কাটেন, কারণ যাতে উচ্ছিষ্ট খড় কাজে লাগানো যায়। জমিতে থাকা ধানের গোড়া কেটে, না পুড়িয়ে ফেলে দেন যাতে তা পচে সার এর কাজ করে। আর প্লাস্টিক যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করেন এবং ব্যবহৃত প্লাস্টিক পুড়িয়ে ফেলেন। ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে মশারী ব্যবহার করেন এবং বসতি এলাকা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করেন, নোংরা জল জমতে দেন না। করোনা কালে যতটা সম্ভব বাড়ি থেকে কম বেরোতেন, মাস্ক ব্যবহার করতেন, নিরাপদ থাকার চেষ্টা করতেন এবং বার বার হাত ধুতেন। করোনার ভ্যাকসিনও গ্রহণ করেছেন এবং তিনটি ডোজই নিয়েছেন। শরীর অসুস্থ হলে প্রাথমিক ভাবে সরকারি হাসপাতালে (পানিপাড়ু স্বাস্থ্য সুরক্ষা কেন্দ্র) যান, প্রয়োজনে বাইরে যান। সরকারি প্রকল্প ও কর্মসংস্থান এই দুটির মধ্যে তিনি কোনটা চান বললে তিনি জানান সরকারি প্রকল্প চান কারণ বাড়িতে প্রত্যেকে নিরক্ষর কাজ/ক্ষুদ্র ব্যাবসার উপর নির্ভর করে সংসার চলে তাই তিনি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিতে ইচ্ছুক।

৯. অভীক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবকের নামঃ মার্শাল হেমব্রম

নাম সুবেন্দ্র প্রধান, বয়স ২৫ বছর। উনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার, সাদিহাটের পুরুষোত্তম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পুরুষোত্তম গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (রাস্তার ধারে

একটি দোকান আছে)। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩জন (মহিলা-১, পুরুষ-২)। পারিবারিক শিক্ষার হার মোটামুটি (উনি চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছেন)। ব্যাবসার পাশাপাশি চাষবাসও করেন। অধিক ফলনের জন্য ইউরিয়া সার (অ্যানাকোন্ডা কোম্পানি) ব্যবহার করে থাকেন। ধান মেশিনে না কেটে কাস্তে দিয়েই কাটেন, যাতে খড়টা কাজে লাগতে পারে এবং জমিতে থাকা ধানের গোড়া কেটে ফেলে দেন, যাতে তা পচে সার এর কাজ করে। গোড়া পুড়ান না, জমির যাতে কোনরকম ক্ষতি না হয় সেই জন্য। আর প্লাস্টিক যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করেন এবং ব্যবহৃত প্লাস্টিক পুড়িয়ে ফেলেন। ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে মশারী ব্যবহার করেন এবং বাড়ির আশেপাশে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করেন। করোনার সময় ওনারা যতটা সম্ভব বাড়ি থেকে কম বেরোতেন, মাস্ক, স্যানিটাইজার ব্যবহার করতেন। ওনারা সপরিবার COVISHIELD ভ্যাকসিনের সম্পূর্ণ DOSE গ্রহণ করেছেন। শরীর অসুস্থ হলে প্রাথমিক ভাবে গ্রামের কোনো হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে যান। সরকারি প্রকল্প ও কর্মসংস্থান এই দুটির মধ্যে তিনি কোনটি চান বললে তিনি জানান কর্মসংস্থান চান কারণ সরকারি প্রকল্প মানুষকে অকেজো করে দিচ্ছে। কারন কর্মসংস্থান মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলেন তাকে সুন্দর সুষ্ঠু জীবন ধারণে সাহায্য করে। নিজের পরিচিতি গোপন রাখতে তিনি কোনো রকম ফটো তুলতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

১০. অভীক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবকের নামঃ ডালিম চন্দ্র সোরেন

ইনি অপু মণ্ডল, বয়স ৪১ বছর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দুরমুট থানার, বাঘাদারি গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় যুব আবাস কেন্দ্রের অস্থায়ী কর্মী। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন (মহিলা-২, পুরুষ-২)। তিনি খুবই গরিব, তবে পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন। প্লাস্টিক খুবই কম ব্যবহার করেন এবং ব্যবহৃত প্লাস্টিক পুড়িয়ে ফেলেন। ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে মশারী ব্যবহার করেন, বাড়ির আশেপাশে নোংরা জল জমতে দেন না। করোনা কালে যতটা সম্ভব বাড়ি থেকে কম বেরোতেন, মাস্ক ব্যবহার করতেন ও নিরাপদ দুরত্বে থাকার চেষ্টা করতেন। করোনার সমস্ত ভ্যাকসিনও গ্রহণ করেছেন। তার ৬ একর জমিতে তিনি নিজেই চাষবাস করেন। গোবর এবং নিম গাছের ছাল ব্যবহার করেন তার ফসল ও শস্যকে রোগমুক্ত রাখতে। তিনি ধানচাষ এবং মৎস্যচাষে কনো সার বা বিষাক্ত ওষুধ ব্যবহার করেন না। ধান কাটতে কাস্তে ব্যবহার করেন, মেশিন নয়। খড় দিয়ে ঘরের চাল করেন কিংবা পোষ্যকে খাওয়ান। তবে ট্র্যাক্টর ব্যবহার করেন। তিনি যথেষ্ট পরিবেশ সচেতন, তাই তিনি খড় পোড়ান না, বরং মাঠেই পচান যাতে পরের মরশুমের জন্য তা সার হিসেবে জমির উর্বরতা বজায় রাখে।

১১. অভীক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবকের নামঃ শান্তি কুমার

ইনি রাজকুমার শীট নামের এক ব্যক্তি যার বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার অন্তর্গত আলংগীরি পঞ্চায়েতের আলংগীরি গ্রামে। উনার কাছে আমাদের সার্ভের বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করা হয় মশা বাহিত রোগ, ডেঙ্গু রোগ, ও করোনা ভাইরাস এই সমস্ত কিছু থেকে বাঁচার জন্য তিনি কি অবলম্বন করেন? উনি এর উত্তরে জানান যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করেন তবে মশারি ব্যবহারে ততটা আগ্রহী নন এবং করোনা ভাইরাসের জন্য যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেন তবে চায়ের দোকানে কাজ করায় তা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে স্যানিটাইজার মাক্স হ্যান্ডওয়াশ ইত্যাদি ব্যবহার করেন। প্লাস্টিক দূষণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে প্লাস্টিক দূষণ যাতে না হয় তার জন্য তিনি প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোয় উদ্যোগী। তিনি ব্যবহৃত প্লাস্টিক ও সেই জাতীয় সমস্ত কিছু ডাস্টবিনে জমিয়ে রাখেন যেগুলো পৌরসভার সাফাই গাড়ি এসে নিয়ে যায়। আমরা দেখতে পাই যে ধানের গোড়া পুড়িয়ে দিয়ে অনেকেই উপকারী ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে থাকেন। এ বিষয়ে উনার কাছে জানতে চাওয়া হলে উনি জানান যে ওনারা ধান মেশিন দিয়ে কাটেন তবে খড়ের যে নাড়াগুলি থাকে সেগুলোর সার হিসেবেই ব্যবহার করেন, কোনভাবেই আগুন লাগান না। আমরা যখন ওনাকে বলি আপনি কি সরকারি প্রকল্পগুলি নিতে পছন্দ করেন নাকি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি পছন্দ করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে উনি জানান যে সরকারি প্রকল্পের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ দুটোই। তবে কিছু সময় ধরে আলোচনার পর তিনি কর্মসংস্থানের উপর বেশি গুরুত্ব দেন। আমাদেরকে সুস্থ এবং সবল থাকার জন্য সমস্ত দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় লক্ষ্য রাখতে হবে। সর্বোপরি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে যাব এটা যেন আমাদের অঙ্গীকার হয়।

১২. অভীক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবকের নামঃ শেখ সইফুদ্দিন

ইনি শ্রীমন্ত মন্ডল নামের এক ব্যক্তি, যার বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার অন্তর্গত রানীসাহী পঞ্চায়েতের রানীসাহী গ্রামে। উনার কাছে আমাদের সার্ভের বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করা হয় মশা বাহিত রোগ, ডেঙ্গু রোগ, ও করোনা ভাইরাস এই সমস্ত কিছু থেকে বাঁচার জন্য তিনি কি উপায় অবলম্বন করেন? উনি এর উত্তরে জানান যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করেন, মশারি যথেষ্ট ব্যবহার করেন এবং করোনা ভাইরাসের জন্য লোকজনকে সব সময় দূরত্ব বজায় রাখতে বলেন এবং

স্যানিটাইজার মাস্ক হ্যান্ডওয়াশ ইত্যাদি ব্যবহার করেন। প্লাস্টিক দূষণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে প্লাস্টিক দূষণ রোধ করার জন্য তিনি প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোয় উদ্যোগী। তিনি সাধারণ অনেক মানুষকেই বলেন যাতে প্লাস্টিকের ব্যবহার না করা হয়। আমরা দেখতে পাই যে ধানের গোড়া পুড়িয়ে দিয়ে অনেকেই ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। এ বিষয়ে উনার কাছে জানতে চাওয়া হলে উনি জানান যে ওনারা ধান কাস্তে দিয়ে কাটেন অর্থাৎ খড়ের যে নারাগুলি থাকে সেগুলোর সার হিসেবেই ব্যবহার করেন কোনভাবেই আগুন লাগান না। আমরা যখন ওনাকে বলি আপনি কি সরকারি প্রকল্পগুলি নিতে পছন্দ করেন নাকি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি পছন্দ করেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে উনি সরাসরি জানান যে আমরা কর্মসংস্থানকেই বেশি প্রাধান্য দেবো কারণ আমাদের যুবসমাজের কর্মসংস্থান না হলে ভারতের বেকার যুবকেরা ভুগবে এবং বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ বাড়বে। তাই আমাদেরকে সুস্থ এবং সবল থাকার জন্য সমস্ত দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৩. অভীক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবকের নামঃ রবীন্দ্র নাথ সরকার

ইনি ইনি বসন্ত চন্দ, বয়স ৭২ বছর। ইনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীঘা থানার পদিমা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। পেশায় দোকানের কর্মচারী। পরিবারের মোট সদস্য ৯ জন (পুরুষ-৫, মহিলা-৪)। উপরিউক্ত পেশার পাশাপাশি কোনরকম কৃষিকাজ বা মৎস্য চাষ করেন না। তাই অর্থ উপার্জনের এই একটিমাত্র পেশাই তার অবলম্বন। চিকিৎসার প্রয়োজনে তিনি নিকটবর্তী স্বাস্থ্য সুরক্ষা কেন্দ্রে (দীঘা রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল) যান। এছাড়াও কখনো কখনো গ্রামের কোন হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে যান। মশাবাহিত রোগ থেকে রক্ষা পেতে মশারি ব্যবহার করেন, বাড়ি ও পার্শ্ববর্তী জায়গা পরিস্কার রাখেন এবং কোন স্থানে নোংরা জল জমতে দেন না। করোনার সময় মাস্ক ব্যবহার করেছেন, যতটা কম সম্ভব বাড়ি থেকে বেরোনো যায় তার চেষ্টা করেছেন। এছাড়াও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখেছেন এবং প্রয়োজন মতো হাত ধুয়েছেন। তিনি COVAXIN এর ৩ টি ডোজই নিয়েছেন। প্লাস্টিক দূষণ সম্পর্কে তিনি খুব সচেতন। এই দূষণ রোধের জন্য তিনি প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করেন না, যত্রতত্র প্লাস্টিক ফেলেন না। নর্দমায় প্লাস্টিক পড়ে যাতে নিকাশি ব্যবস্থা বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে খেয়াল

রাখেন। উপার্জনের একটিমাত্র অবলম্বন থাকায় তিনি সরকারি সাহায্য নিতে পছন্দ করেন যেটি তার জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৪. অভীক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবকের নামঃ আকাশ সাধুখাঁ

ইনি রাহুল সাউ বয়স ৩৫, নিবাস–পদিমা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নিউ দীঘা জাহাজ বাড়ি, পোস্ট অফিস ও থানা–নিউ দীঘা, জেলা–পূর্ব মেদিনীপুর। পেশায় একজন হোটেল কর্মচারী। মাসিক ১০০০০ টাকা আয় হয়। ইনার পরিবারে তিনজন সদস্য। একটি 6 মাসের মেয়ে এবং স্ত্রী নিয়ে ইনার সংসার। উনি একজন পরিবেশ সচেতন মানুষ। কর্মস্থানে ইনি পরিস্কার পরিচ্ছন্নভাবে কাজ কর্ম করে থাকেন। মশা বাহিত রোগ থেকে বাঁচতে বাড়িতে মশারি খাটায়, বাড়িতে মশা মারার ধূপ ব্যবহার করেন এবং সর্বদা নালা নর্দমা পরিষ্কার রাখেন। ইনার কথায় শুধু ম্যালেরিয়া নয়, মশা বাহিত যেকোনো রোগের জন্য এটা করা উচিত। বাড়িতে 6 মাসের মেয়েকে বিভিন্ন রকম টিকা এবং চিকিৎসার প্রয়োজন হলে নিকটবর্তী সরকারি নিউ দীঘা হাসপাতালে যোগাযোগ করেন। তিনি নিজেও ছোটবেলা থেকে বিসিজি, পোলিও, টিটেনাস প্রভৃতি ভ্যাকসিন নিয়েছেন। এমনকি করোনা ভ্যাকসিনের সমস্ত ডোজ নিয়েছেন। সরকারি প্রকল্প ও কর্মসংস্থানের মধ্যে তিনি সরকারি প্রকল্পকেই বেছে নিয়েছেন। কারণ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেলে তাদের তিনজনের পরিবারের কিছুটা সুরাহা হয়।

১৫. অভীক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবকের নামঃ রিপন পাল

ইনি রামানন্দ সাউ, বয়স ১৮ বছর। ইনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্দনপুরের বাধিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। ইনি একজন শিক্ষার্থী তবে পড়াশোনার পাশাপাশি একটি দোকানে কাজ করেন। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন (মহিলা-১, পুরুষ-৩ জন)। পড়াশোনা এবং দোকানে কাজ করার পাশাপাশি বাড়িতে চাষবাসের কাজেও সাহায্য করে থাকেন। ধান কাটার ক্ষেত্রে মেশিন এবং কাস্তে দুইই ব্যবহার করেন। প্লাস্টিকের ব্যাগের বদলে অন্য ব্যাগ ব্যবহার করার চেষ্টা করে থাকেন। ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে মশারি ব্যবহার করেন এবং এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করেন এবং ওষুধ সেবন করেন। নোংরা জল জমতে দেয় না। করোনা কালে বাড়ি থেকে কম বেরোতেন এবং মাস্ক ব্যবহার করতেন।

এছাড়া ভ্যাকসিনও নিয়েছেন। শরীর অসুস্থ হলে প্রাথমিকভাবে সরকারি হাসপাতালে (দীঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল) যান, প্রয়োজনে বাইরে যান। সরকারি প্রকল্প ও কর্মসংস্থান এই দুটির মধ্যে কোনটা চান জানতে চাইলে তিনি জানান যে তিনি কর্মসংস্থান চান।

১৬. অভীক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবকের নামঃ প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

ইনি অসীম আঁকড়ে, বয়স ৩৮ বছর। ইনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাধিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা এবং ব্যবসা করেন। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ জন (মহিলা ২ জন, পুরুষ ১ জন) । প্লাস্টিকের ব্যাগের বদলে কাগজের ব্যাগ ব্যবহার করার চেষ্টা করে থাকেন। ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে মশারি ব্যবহার করেন, এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করেন, ওষুধ সেবন করেন ও কোথাও নোংরা জল জমতে দেন না। করোনা কালে বাড়ি থেকে কম বেরোতেন এবং মাস্ক ব্যবহার করতেন। এছাড়া তিনি ভ্যাকসিন নিয়েছেন। শরীর অসুস্থ হলে প্রাথমিকভাবে সরকারি হাসপাতালে (দীঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল) যান, প্রয়োজনে বাইরে যান। সরকারি প্রকল্প ও কর্মস্থান এই দুটির মধ্যে তিনি কোনটা চান জানতে চাইলে তিনি জানান যে কর্মসংস্থান এবং সরকারি প্রকল্প দুই এরই সুবিধা তিনি পেতে চান।

১৭. অভীক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবকের নামঃ রহিদুল মণ্ডল

ইনি রোহিনি আইচ। তিনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পদিমা এক নম্বর পঞ্চায়েত অফিসের স্থায়ী বাসিন্দা। তার বয়স ৫৮। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে তিনি পঞ্চম শ্রেণী পাস এবং তিনি জানিয়েছেন তার পরিবারের মোট ছয় জন সদস্য আছে, যাদের মধ্যে দুজন মহিলা ও চারজন পুরুষ। পেশাগত দিক থেকে তিনি একজন রিক্সা চালক এবং এটি বহন করেই তার সংসার চলে। কোনো কারনে তার পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি দীঘার নিকটবর্তী স্বাস্থ্য সুরক্ষা কেন্দ্র অর্থাৎ দীঘা হাসপাতালে যান। তিনি জানিয়েছেন, মশাবাহিত বিভিন্ন রোগ জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা পেতে মশারি টাঙান এবং তিনি ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করেন ও ঘরের আশেপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার রাখেন। করোনা ভাইরাসের সময়ে তিনি এবং তার পরিবারের সকল

সদস্যগণ মাস্ক ব্যবহার করেছেন এবং ভ্যাকসিনের প্রতিটি ডোজই নিয়েছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন, জমিতে চাষবাস করার জন্য কোনরকম মেশিন ব্যবহার করেন না, কাস্তে বা হস্তচালিত অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন এবং বিভিন্ন প্লাস্টিক-পলিথিন ও যাবতীয় বর্জ্যপদার্থগুলি নির্দিষ্ট ডাস্টবিনের মধ্যে রাখেন। এর পাশাপাশি তিনি আরও বলেছেন যে, তিনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রকল্পর সুবিধাগুলি পেয়ে ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছেন ও ভবিষ্যতেও পেতে চান।

১৮. অভীক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবকের নামঃ অরিত্র সরকার

ইনার নাম সত্যরঞ্জন মৈশাল, বয়স ৩৩ বছর। ইনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীঘা থানার, পদিমা ১ নং গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ শিমুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় টোটোচালক এবং চাষাবাদ করেন। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ জন (মহিলা-১, পুরুষ-২)। শিক্ষার হার সাধারণ (মাধ্যমিক পাশ-১ জন), টোটো চালানোর পাশাপাশি জমিতে চাষ করেন। ধান কাস্তে দিয়েই কাটেন, মেশিন ব্যবহার করেন না, কারণ খড় পরবর্তীতে কাজে লাগান, জমিতে থাকা ধানের গোড়া না পুড়িয়ে কেটে ফেলে দেন যাতে পচে সারে পরিণত হয়। জমির ক্ষতি এড়ানোর জন্য প্লাস্টিক তুলণামূলক কম পরিমাণে ব্যবহার করেন, ব্যবহার্য প্লাস্টিক পুড়িয়ে ফেলেন। ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে মশারি খাটান, নোংরা জল জমতে দেন না, DSDA থেকে প্রচার করা হয়, জ্বর হলে প্যারাসিটামল খান, বেড়ে গেলে টিটেনাস নেন। শরীর খারাপ হলে আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে সরকারি চিকিৎসালয় ও দীঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে যান। করোনা কালে মাস্ক ব্যবহার করতেন, দূরত্ব বজায় রেখে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতেন, প্রতিনিয়ত হাত ধুতেন। করোনা ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ গ্রহণ করেছেন। সরকারি প্রকল্প ও কর্মসংস্থান এই দুটির মধ্যে তিনি কোনটা চান বললে তিনি জানান কর্মসংস্থান চান, কারণ সরকারি প্রকল্প চিরস্থায়ী নয়, পরে নাও থাকতে পারে, সেদিক থেকে কর্মসংস্থান হলে উপার্জনের পথ সুগম হবে এমনকি অনেক বেকার যুবক উপার্জন করতে সক্ষম হবে। তিনি এও জানান তিনি প্রতি মাসে ৭০০০-৮০০০ টাকা উপার্জন করেন, তবে তা দিয়ে সম্পূর্ণ সংসার খরচ চালাতে সমস্যা হয়।

রিপোর্ট প্রস্তুতকরণঃ

সাগ্নিক চক্রবর্ত্তী

উপদেষ্টামণ্ডলী ও পরামর্শদাতাঃ

১. ডঃ গৌতম পাত্র, অধ্যক্ষ, রাষ্ট্রীয় প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, হুগলী

২. ডঃ অরূপ কুণ্ডু, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রীয় প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, হুগলী

বিঃ দ্রঃ- সমস্ত ছবি ছাত্রদের দ্বারা ক্যামেরাবন্দী করা হয়েছে।